প্রথম আলো

তারিখ ... 05 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

জগন্নাথের ছাত্রদের জন্য ১০ তলা হল হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য কেরানীগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গায় ১০তলাবিশিষ্ট একটি আবাসিক হল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওই হলে এক হাজার ছাত্র থাকতে পারবেন। এ ছাড়া ছাত্রীদের জন্য আবাসিক হলের নির্মাণকাজও চলছে। তবে পুরান ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারের খালি জায়গায় হল নির্মাণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু করার নেই।

হলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যে গতকাল রোববার সচিবালয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ কথা বলেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের কাছে আলোচনার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কেরানীগঞ্জে হল, একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজের জন্য ২৭৪ কোটি ১০ লাখ টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয় পর্যায়ে তৈরি করা হয়েছে। এটা এখন অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। ২০২০ সালের মধ্যে এই প্রকল্প শেষ করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে কারাগারের খালি জায়গায় আবাসিক হল নির্মাণের দাবির বিষয়ে করা প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় কারাগারের ওই জমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নয়। এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা সরকারের জায়গা। এখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের করার কিছু নেই। সেটা সরকার বিবেচনা করবে কি করবে না, সে বিষয়ে তারা (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তবে জমি কেনা হবে, যেখান থেকে হোক জমি বের করার চেষ্টা করা হবে। আবাসিক সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীদের কষ্টের বহিঃপ্রকাশের অনুভূতিকেও তিনি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন বলে জানান।

> বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের পাশে ছাত্রীদের জন্য বহুতলা একটি হলের নির্মাণকাজ চলছে

নাজিমউদ্দিন রোডে কেন্দ্রীয় কারাগারের খালি জায়গায় জাতীয় চার নেতার নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চারটি আবাসিক হল এবং কেরানীগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গায় নতুন হল নির্মাণের দাবিতে প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়টির কাছে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের পাশে ছাত্রীদের জন্য বহুতলা একটি হলের নির্মাণকাজ চলছে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব সমস্যা সমাধানের জন্য আরও উদ্যোগ নেবে। এর আগেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একবার ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। তখনই চিন্তা করা হয়েছিল যে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল প্রকল্প বা পূর্বাচলে অখণ্ড জমি পেলে একাডেমিক ভবন ও হল নির্মাণ করা যাবে। এ জন্য আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

কবে নাগাদ হল নির্মাণের কাজ শুরু হবে—এমন প্রশ্নে শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয় পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে। চলতি বছরের শেষ দিকে কাজ শুরু করা যাবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে শিক্ষক প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি কাজী সাইফুদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম আবদুল্লাহ। তাঁরা ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার জন্য আবাসনসুবিধা নিশ্চিত করা, একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য অবকাঠামো বাড়ানোসহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছেন।